228520 - ফরয নামাযরে পর পঠতিব্য তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল পড়ার একাধকি রূপ

প্রশ্ন

আমরা ফরয নামাযরে পর নয়িমতি তত্রেশি বার 'সুবহানাল্লাহ', তত্রেশি বার 'আলহামদু লল্লিাহ' ও তত্রেশি বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ি। কন্তিু সম্প্রতি আমি পড়লাম যে আমাদরে জন্য যোহর, আসর ও এশার পরে দশবার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলল্লিাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর পড়লওে চলবে। এর সত্যতা কতটুকু?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ফরয নামাযরে পরে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলল্লিাহ, আল্লাহু আকবর ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর যকিরি করার বধিান রয়ছে। এক্ষত্রেে একাধকি রূপ সুন্নাহতে বর্ণতি হয়ছে:

প্রথম রূপ:

প্রত্যকে ওয়াক্তরে নামায শষেে তত্রেশি বার সুবহানাল্লাহ, তত্রেশি বার আলহামদুলল্লিাহ ও তত্রেশি বার আল্লাহু আকবার বলার পরে একশত বার পূর্ণ করার জন্য لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير পড়া। তখন সর্বমোট একশ বার হবে।

কনেনা মুসলমি (৫৯৭) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি প্রত্যকে ওয়াক্তরে নামায শষেে তত্রেশি বার সুবহানাল্লাহ, তত্রেশি বার আলহামদুলল্লিাহ, তত্রেশি বার আল্লাহু আকবর বলে নরিানব্বই বার পূর্ণ করে এবং একশত পূর্ণ করার জন্য বলে: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দওেয়া হবে যদওি তা সমুদ্ররে ফনো পরমিাণ হয়।"

এ যকিরিগুলো আলাদা আলাদাভাবে পড়া যতেে পার।ে অর্থাৎ তত্রেশি বার সুবহানাল্লাহ পড়ব।ে তারপর তত্রেশি বার আলহামদুলল্লিাহ পড়ব।ে তারপর তত্রেশি বার আল্লাহু আকবর বলব।ে

আবার একত্র করওে পড়া যতেে পার।ে অর্থাৎ সবগুলো একত্র করে বলব:ে 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলল্লিাহ, আল্লাহু আকবর।' এভাবে বারবার পড়তে পড়তে তত্রেশি বার পূর্ণ করব।ে

বুখারী (৮৪৩) ও মুসলমি (৫৯৫) বর্ণনা করনে (হাদীসরে ভাষ্য বুখারীর): আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: (একবার) দরদ্রি লোকরো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বলল: সম্পদশালী ও ধনী লোকরো (তাদরে সম্পদরে দ্বারা) উচ্চমর্যাদা ও (জান্নাতরে) স্থায়ী নয়োমত অর্জন করছনে। তারা আমাদরে মতো নামায আদায় করনে, আমাদরে মতো রোযা রাখনে। আর তাদরে আছে অতরিক্তি মাল; যা দয়িে তারা হজ্জ করনে, উমরা করনে, জহিাদ করনে এবং দান-সদকা করনে। এ শুনে তনিি বললনে: “আমি কি তোমাদরেকে এমন কছিু আমলরে কথা বলব না, যা আমল করলে যারা নকে কাজে তোমাদরে চয়েে অগ্রগামী তোমেরা তাদরেকে ধরতে পারবে না এবং যারা তোমাদরে পশ্চাৎবর্তী তাদরে কউে তোমাদরেকে ধরতে পারবে না। তোমেরা হবে তাদরে মধ্যে সর্বোত্তম। তবে যারা এ ধরনরে আমল করবে তারা ছাড়া। তোমেরা প্রত্যকে নামাযরে পর তত্রেশি বার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদু লল্লিাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) পাঠ করবে।”

(এ বষিয়টি নয়িে) আমাদরে মধ্যে মতানক্যে সৃষ্টি হলো। কউে বলল: ‘আমরা তত্রেশি বার তাসবীহ পড়ব, তত্রেশি বার তাহমীদ পড়ব, আর চৌত্রশি বার তাকবীর পড়ব।’ অতঃপর আমি তাঁর নকিট ফরিে গলোম।

তনিি বললনে: “তোমেরা বলবে: ‘সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলল্লিাহ, আল্লাহু আকবর’ যাতে সবগুলোই তত্রেশিবার করে হয়ে যায়।”

দ্বতিীয় রূপ:

প্রত্যকে নামাযরে পর তত্রেশি বার তাসবীহ, তত্রেশি বার তাহমীদ এবং চৌত্রশি বার তাকবীর পড়বে। ফলে মোট একশত বার হবে।

কনেনা মুসলমি (৫৯৬) বর্ণনা করনে: কা’ব ইবনে উজরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “প্রতি ফরয নামাযরে পর পড়ার মতো কছিু কথা আছে যগেুলো পাঠকারী বা আমলকারী ব্যর্থ হয় না। সে কথাগুলো হলো: ‘সুবহানাল্লাহ’ তত্রেশিবার, ‘আলহামদুলল্লিাহ’ তত্রেশিবার ও ‘আল্লাহু আকবর’ চৌত্রশিবার করে পড়া।”

তৃতীয় রূপ:

তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীল পঁচশি বার করে বলবে। সর্বমোট একশ বার হবে। দললি হলো নাসাঈ (১৩৫০) বর্ণনা করছেনে: যায়দে ইবনে সাবতি রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: তনিি বলনে: একবার সাহাবায়ে করোমকে আদশে করা হলো: তারা যনে প্রত্যকে নামাযরে পর তত্রেশি বার ‘সুবহানাল্লাহ’, তত্রেশি বার ‘আলহামদুলল্লিাহ’ এবং চৌত্রশি বার ‘আল্লাহু আকবর’ বলে। তারপর যায়দে ইবনে সাবতি রাদয়িাল্লাহু আনহুর স্বপ্নে এক আনসারী সাহাবীকে আনা হলো এবং তাকে

(যায়দে রাদয়িাল্লাহু আনহুকে) উদ্দশ্যে করে বলা হল: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদরেকে আদশে করছেনে য: তোমেরা প্রত্যকে নামাযরে পর তত্রেশি বার ‘সুবহানাল্লাহ’, তত্রেশি বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং চৌত্রশি বার ‘আল্লাহু আকবর’ বলবে? তনিি বললনে: হ্যাঁ। তখন ঐ আনসারী বললনে: তোমেরা ঐ তাসবীহগুলোকে পঁচশি বার পড়বে এবং তাতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুকওে অন্তর্ভুক্ত করে নবে। যখন সকাল হল তখন তনিি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে স্বপ্ন বর্ণনা করার পর তনিি বললনে: “তোমেরা তাসবীহগুলোকে অনুরূপভাবইে পড়বে।”[শাইখ আলবানী হাদীসটকিে সহীহুন নাসাঈতে সহীহ বলছেনে]

চতুর্থ রূপ:

তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর দশ বার করে বলব।

দললি: আবু দাউদ (৫০৬৫) বর্ণনা করনে: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “দুটি বিষয় বা দুটি অভ্যাসে যে মুসলমি নয়িমতি হবে সে নশ্চিয়ই জান্নাতে প্রবশে করব। অভ্যাস দুটি সহজ; কন্তিু এর উপর আমলকারীর সংখ্যা কম। অভ্যাস দুটি হলো: প্রত্যকে নামাযরে পর দশ বার সুবহানাল্লাহ, দশ বার আলহামদু লল্লিাহ ও দশ বার আল্লাহু আকবর বলব। মুখ দয়িে (পাঁচ ওয়াক্তে) এর পাঠকৃত সংখ্যা একশ পঞ্চাশ, কন্তিু মীযানে তা এক হাজার পাঁচশ। যখন শয্যায় যাবে তখন চৌত্রশি বার আল্লাহু আকবার, তত্রেশি বার আলহামদুলিল্লাহ ও তত্রেশি বার সুবহানাল্লাহ বলব। এভাবে তা মুখ দয়িে পাঠরে সংখ্যা একশ; কন্তিু মীযানে এক হাজার।” আমি (আবদুল্লাহ রাদয়িাল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা হাতরে আঙ্গুলে গণনা করতে দখেছে। সাহাবীগণ বললনে: হে আল্লাহর রাসূল! অভ্যাস দুটি সহজ হওয়া সত্ত্বওে এর আমলকারীর সংখ্যা কম কনে? তনিি বললনে: “তোমেরা বছিানায় ঘুমাতে গলেে শয়তান তোমাদরে কোনো লোককে তা বলার আগইে ঘুম পাড়য়িে দয়ে। আর নামাযরে মধ্যে শয়তান এসে তার বভিন্নি প্রয়োজনীয় কাজরে কথা স্মরণ করয়িে দয়ে এবং সে ঐগুলো বলার আগইে প্রয়োজনরে দকিে চলে যায়।”[হাদীসটি হাফযে ইবনে হাজার তার তাখরীজুল আযকার (২/২৬৭) বইয়ে সহহি বলে গণ্য করনে। শাইখ আলবানী আল-কালমিুত তাইয়্যবি বইয়ে (পৃ. ১১৩) এটকিে সহহি বলনে]

এই হলো সকল বশিুদ্ধ রূপসমূহরে ববিরণ। উত্তম হলো এগুলোর মাঝে বচৈত্রিয্য আনা। কখনো এভাবে পড়বে, কখনো অন্যভাবে পড়ব।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“নামাযরে পরে পঠতিব্য তাসবীহ চারভাবে বর্ণতি হয়ছে:

১. দশ বার সুবহানাল্লাহ, দশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং দশ বার আল্লাহু আকবর।

২. তেরশি বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবর। সর্বমোট নিরানব্বই বার। তারপর শেষে করবে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ বলার মাধ্যমে।

৩. তেরশি বার সুবহানাল্লাহ, তেরশি বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবর বলা।

৪. সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবর পঁচিশ বার করে সর্বমোট একশত বার বলা।"[শারহু মানযূমাতি উসূলিল ফিকহ ওয়া কাওয়াইদুহু (পৃ. ১৭৬-১৭৭)]

প্রশ্নকারী ভাই যোহর, আসর ও এশার পর বিশেষভাবে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবর দশ বার করে পড়ার ব্যাপারে যে বক্তব্য উল্লেখ করেছেন আমরা সুন্নাহ থেকে সেটির কোনো প্রমাণ পাইনি। বরং সুন্নাহতে রয়েছে: এই যিকির প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পঁচিশ বার বলতে হবে। এটি যোহর, আসর ও এশার সাথে নির্দিষ্ট নয়।

আরো জানতে দেখুন (131850) ও (**175771**) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।